স্মৃতিলেখা

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

মানুষটা নেই শুধু তার ডিমেন্‌শিয়া জার্নাল রয়েছে
কে যে তার রচয়িতা তাও অজানা
যার শীত লাগতো সে নেই
তবু বোনা রয়েছে লম্বা লম্বাআআ
আরো লম্বা হয়ে যাচ্ছে মোজা
অর্ডার দেওয়া ময়দানব ময়দানে এসে শুয়ে থাকবে
আর তখনই সেই মোজা পরাতে যাওয়া

যে নেই তার শোকে মুহ্যমানতা সে সন্ধ্যা আমাদের
যে নেই তার প্রার্থনা ভোরে
যে নেই তার ধারেই মর্মরখচিত তাকে নিয়েই লেখা
এসবও নন্দনতত্ত্বের গোড়ার কথা

লেখা
চিঠি ইমেল আঙুলে কলমে বাংলা টাইপরাইটারে
সে লেখা ঢাকা
যেমন বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা
নাভিতল চুলে চুলে

চিঠি লেখার সময় ও পরিবেশগুলো মনে পড়ে
অসুখের কারণ নয় ওষুধ নয়
চিকিৎসা নয়
খালি কেবিনের জানলা কেবিনের খালি ফুল
সেই রোম্যান্টিক ব্যান্ডেল রোম্যান্টিক সাঁওতালদিহি
গোটা শহরকে ছাদে পাঠিয়ে ভরা চাঁদ দেখার
এমন ব্যবস্থা করেছিলো আমরা বারান্দায় তখন দুজন
আর পাতাবাহার অন্ধকারে লতানো
গায়ে গায়ে রোমে রোম চোখের পাতায় চোখ
অন্ধকার হেরে যাচ্ছে আর চিঠি লেখার শব্দ নোটেশন
এসব তৈরি হয় তৈরি হয় আনাজ পেঁয়াজ
সব তখন সবুজ কেবল চিঠি সাদা
অপেক্ষা করে হাওয়ায় কাঁপে তার গায়ের রঙ
কখন লাগবে চুলে চিবুকে

ভালোবাসা কলেরা না ম্যালারিয়ার মতো
কতোটা শিহরণ কতোটা জ্বোরো কতোটা কম্পন
এত স্বচ্ছ মোমবাতি তোমার শিরদাঁড়া দেখা যাচ্ছে
তারপর সে মোম ফুঁড়ে কমলা দানায় মিশে যায়
হয় আগুন পেরোয় গলনাঙ্ক
নিজেদের গলিত মোম নিজেদের মনে ফোঁটা ফোঁটা
আমরা চমকে উঠি মিনিবাসে জানলায় পাশাপাশি

আর লেখা গড়ায় যেখানে আমাদের রক্ত মেশেনি
মেশেনা
সেখান থেকেই অসঙ্গত লালিমাচ্যূত ঘনবন্যপ্রধান
লেখাবাহারের আংশিক সবুজ আংশিক সাদা
কিভাবে যেন তোমাকে রেখেও আমাকে রাখে
আমাদের কারোর জার্নালের সাথের কোনো মিল না রেখেও
আমাদের রক্তজীন একসাথে না বুনেও
প্রধানত রেখা বিচিত্র এক রেখা বালি পেরোয় আমাকে
পেরোয় তোমাকে পেরোয় এবং আমাদের বাস্কেটের আপেল
গাছের ডালে নিয়ে চলে যায়

ছবিতে যে ঝড় যে হাওয়া উড়ন্ত চাঞ্চল্য
ছবিতে যে সান্নিধ্য আছে সেসব মিথ্যে পিয়ানো বাজনার মতো প'রে
এখন রূপো না রূপোপজীবিনী মোমবাতি না নেভানো
আমার লেখার মনোজীন হয়
আয়না দেখে

তোমাকে বাদ দিয়ে যে লেখা তোমার স্কুটার নিয়ে
যে লেখা তোমার শোয়ানো সেতার
দাঁড়ানো চেলো নিয়ে
আমাকে বাদ দেওয়া যে অবলম্বন
যে সমীকরণে দুটো চলরাশি নেই ক্যোয়াড্রাটিক নেই

শুধু লেখা
খেলা করে নিজের মতো জলে
নিজের মতো আলোকিত অ্যাকোরিয়ামের আলোয়
এই টুকু ঘর জ্ব'লে আছে
যেখানে
মুখোমুখি আমরা মোড়ার ওপর ব'সে ছিলাম
কি বলেছিলাম
সেসব আজ লেখাকে ছেড়ে দাও

ছেড়ে দাও আজকের ঘুড়ির কোনো মালিকানা নেই
আজকের ভো-কাট্টা অরব

প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শুধু প্রশ্ন করাই যদি ঐতিহ্য হতো
এইভাবে প্রশ্নের পিরামিডের টঙে উঠে যদি
উল্টে দেওয়া যেত ঘট
আর আমরা নিচের সমস্ত ইতর উপকৃত হতাম
সমানভাবে
কি যে ভালো হতো
যদি পিরামিডের সংজ্ঞা থাকতো না
রাশিবিজ্ঞান বলে কিছু থাকতো না
সকলে সমান হতাম সবার অতীত
সবার রমণ ও রমনী এক
সবার পুরুষ ও পুরুষকার এক
সবার রুটির স্বাদ এক
সেই বোকা বিরক্তিকর পৃথিবীর ট্যাঁকশালে আমি কিছুদিন কাজ করেছিলাম
মানুষ সেখানে এসে চাঁদির অর্ডার দিয়ে যান
এক একটা মুদ্রায় এক একটা মুখ ছাপা হয়
এমবসিং যাকে বলে (যে শব্দের আর কোনোদিন কোনো বাংলা হবেনা
আমি নিশ্চিত)
আর এইভাবে মূল্যহীন মুদ্রা কি আশ্চর্য
বাড়ি বাড়ি সমস্ত মার্বেলকে রাতারাতি
রাষ্ট্রচ্যুত করে
সেই বোকা বিরক্তিকর পৃথিবীর ট্যাঁকশালে আমি কিছুদিন কাজ করেছিলাম
তাই আমার কোনো মুদ্রাদোষ নেই

জীবনের ঠিক কতোটা হাঁটাপথ
আয়ুরেখার ওপর জুতোর ফিতে ফেলে মেপে দেখো

কত্তোটা আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম
এই যে ছ-নম্বর রীলে আবার আমাদের বিয়ে হবে
আবার তুমি এতটা কাছে এসে আমার জুঁই-চায়ের কাপ
মুখের কাছে তুলে এনে কীসের গন্ধ
মুখের কাছে তুলে এনে ওই পুঁতির মালার সঙ্গে
যে তুলনামূলক বাক্য গাঁথা
যেখানে আমি বলছি - তোমার চোখের ফুল
যার নাম আইরিস তার সাথে ওই পুঁতির রঙ
ওই সাদা স্বভাব অস্বচ্ছতা অনচ্ছতা টেনে টেনে ছড়ানো
ভাসমান মিহি অকপট
সূক্ষরেখার সবকটাই যার ভেতর দিয়ে ধরা পড়ে
যাকে ছাপিয়ে কিছুটা ওপরে যখন আমাদের যন্ত্রযানের ডানাদুটো
সেই ভাসমান প্রিজমের ভেতর দিয়ে
অনেক নিচের মাটিতে সাদা যখন তার সমস্ত মৌলরঙ ছড়িয়ে দিয়েছে
ছোট ছোট সবুজায়ত জমি
লাল বাড়ি খয়েরি ঝিল
চকোলেট গাড়ি এখন শিশুদের নখের মাপ
আর সবার ওপর একটা ছায়া ফেলেছে
ওই অস্পষ্ট ভাসমান হিমবাহ

যাকে মেঘ মনীষা এইসব ব'লে আমাদের কালীদাসী ভুল জমা হতো
শেষে একজন এসে সবিনয়ে বললেন - ওসব *তনুভূত জল*
যাতে ভিজে কলম পায় আবার তার সচল কালোকে

মেধা কার ডাক শুনে আবার রাস্তায় বেরিয়ে
কাঁচাপাকা দাড়িওলা বেহালাবাজিয়ে
খুব ধমকাতো যে
যে বেহালা এক ভাঁড় চায়ের পর পার্কের কোণে একাকীকে পেয়ে
এমন তীব্র টানের ঝাপসা
যে আমাদের মুখ আবার আবার
আট নম্বর রীলের মাঝামাঝি যেসব লেখা
সেসব গলিয়ে ব্রিজের ওপর বৃষ্টি আনে আর
জলরেখায় ফুটে ওঠে যে লেখা
আমার দু-নম্বর রীলে প্রথমবার দেখা সেই ঠিকানা
একটা সাঁকো সাদা কাঠের বেড়ার ওধারে এই এত্ত বড়ো
নারীর বুকের মাপের ম্যাগনোলিয়া
যাকে তুমি প্রথম দৃশ্যে বলেছিলে 'ডালিয়ার হৃদয়'
যে দৃশ্যে আমাদের আলাপ হলো তুমি চশমা পরতে
আর আমার কিছু মনে পড়তো না

সেইজন্য একটা দরজাকে প্রতীক হিসেবে রাখা হয়েছিলো
প্ল্যানমাফিক যাতে একটা চাবিকে আনা যায়
বুকের কাছে কোটের ভেতর দিকে লুকিয়ে রাখা
একটা চাবি দিয়ে ওই ম্যাগনোলিয়াকে আমি যখন খুলবো
আর দরজাটা
তুমি আমার নাম ধ'রে ডাকবে ফিরে আসবে রাগী বেহালাবাজিয়ে
আমার সব সব মনে পড়ে যাবে
তোমার ওপর ঝ'রে পড়বে তোমার বুকের মাপের
ম্যাগনোলিয়া
ওই সমস্ত ম্যাগনোলিয়া

ফিরে পাওয়ার ঝর্ণা যে কি উষ্ণ প্রস্রবণের
পায়ের ছাপ যে একটা চোরাবালি থেকে গেছে আরেকটায়
যার সাথে থাকা আসলে যে তার স্মৃতির সাথে থাকি
এইসব ডায়নোসরিয় ঢেউয়ের মাঝে
গল্পের কাছে হেরে যাচ্ছে ছবি
আর দরজাটা শেষমেশ বন্ধ হ'য়ে
আমাদের ওপর লেখে -

ফ্যাঁ
FIN